৭২

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 MAY 1971
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রাবাসে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হইতেছে

আনোয়ার আলদীন ॥ বহিরাগত অছাত্র দমন এবং সন্ত্রাস নির্মূলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রাবাসে আগামী ৩০শে মে হইতে সার্বক্ষণিক পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। পুলিশ হলের প্রবেশ

(১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১ম পৃঃ পর)

গেটে অবস্থান করিয়া ছাত্রদের পরিচয়পত্র চেক করিবে। একই সঙ্গে পরিচয়পত্র নকল রোধে আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচলিত পরিচয়পত্র বাতিল করিয়া লেমিনেটেড পরিচয়পত্র প্রদান করা হইবে। শিক্ষকরাও প্রয়োজনে এই লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বহন করিতে পারিবেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ভিসি প্রফেসর এ,কে আজাদ চৌধুরী এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া ইত্তেফাককে বলেন, আমি নিজেও পরিচয়পত্র বহন করিব।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র হলের মধ্যে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত সূর্যসেন, কবি জসীম উদ্দীন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান হলের গেটে সার্বক্ষণিক পুলিশী প্রহরা কার্যকর রহিয়াছে। বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদল নেতা আরিফ হোসেন তাজ হত্যাকাণ্ডের পর হইতে এই পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গত ২৮শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট উক্ত চারটি হলের পাশাপাশি অপর ৭টি ছাত্র হলেও সার্বক্ষণিক পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কিছুসংখ্যক শিক্ষকের অনাগ্রহের কারণে গত প্রায় এক মাস উহা কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। ফলে উক্ত ৭টি হলে বহিরাগত অছাত্রদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়।

গতকাল হল প্রভোষ্ট ষ্টাণ্ডিং কমিটির এক সভায় এই বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জানা যায়, হল গেটে পুলিশী প্রহরার পাশাপাশি হল প্রশাসনকেও জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতিদিন আবাসিক শিক্ষকরা হলের কক্ষে কক্ষে গিয়া ছাত্রদের হাজিরা নিবেন এবং প্রভোষ্টরা দিনে নিদেনপক্ষে একবার হল পরিদর্শন করিয়া খোঁজ-খবর নিবেন।

ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী গতকাল জানান, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিণ্ডিকেট গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হইবে।